বুধীর বাড়ি ফেরা

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

ঘোর দুঃস্বপ্ন হইতে বুধী জাগিয়া উঠিল।

সে একটু ঘুমাইয়াছিল কি? হয়তো তার খেয়াল নাই।

এ কোন্ ভীষণ জায়গায় তাহাকে আনিয়া ফেলা হইয়াছে? চারিদিকে বিশ্রী ইঁটের দেওয়াল ও ময়লা...ময়লা অপরিষ্কার মেঝে। একটু আলো বা হাওয়া আসিবার উপায় নাই। আর কিভিড়! এত ভিড়, এত ঠাসাঠাসি বুধী জীবনে কখনো দেখে নাই—এত ভিড়ে আর এই গুমট গরমে প্রাণ যে তার বাহির হইয়া গেল! এত ভিড়ে, এই ঠাসাঠাসির মধ্যে কি ঘুম হয়?

নতুন নতুন অপরিচিত মুখ। কাহাকেও সে দেখে নাই...নিষ্ঠুর, লোভার্ত মুখ, বুধী দেখিলেই বুঝিতে পারে...বুঝিতে পারিয়া বুধীর গা শিহরিয়া উঠে...মনে যে কি দুঃখ আর অস্বস্তি বোধ হয়!

সে বেশ বোঝে এখানে কেহ তাহাকে ভালবাসে না, যেমন সেই ছোট খুকী তাহাকে ভালবাসিত, যত্ন করিয়া খাওয়াইত, গলা ধরিয়া কত আদরের কথা বলিত।...কোথায় গেল ছোট খুকীটা? কেন তাহাকে এখানে আনা হইয়াছে? কেন আনা হইয়াছে তাহা সে বুঝিতেই পারে না। কেবল সে এইটুকু জানে, কত দিন ধরিয়া দীর্ঘ কঠিন পথ বাহিয়া তাহাকে এখানে আসিতে হইয়াছে—সঙ্গে বহু সঙ্গী ছিল, কিন্তু অপরিচিত, কারো সঙ্গে বুধীর আলাপ হয় নাই তেমন, আলাপ করিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না।

কেহ যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়ায় নাই। এখানকার খাবার মুখে দিবার উপায় নাই। কেমন যেন ভ্যাপসা গন্ধ, ভাল আস্বাদ তো নাই-ই, ভাল গন্ধ পর্যন্ত নাই খাবারের। বুড়ী তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, একথা অস্বীকার করিতে পারিবে না।হয়তো সে ছোট খুকীর মত ভালবাসিত না অতটা—কিন্তু সন্ধ্যার সময় পেট পুরিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিতে কখনও ত্রুটি করে নাই।

সত্যি, এ যে কোন্ জায়গায় আসিয়াছে, তাহার আদৌ কোনো ধারণাই নেই। এমন অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর জায়গা তার অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিল এত দিন। কি হট্টগোল, নানারকম নতুন নতুন বিকট বিকট শব্দ জায়গাটাতে! তাহার মন আরও পাগল হইয়া উঠিল এ শব্দে ও আওয়াজে। জীবনে কখনো এত অদ্ভুত ধরনের সব আওয়াজ সে শুনে নাই। অথচ তাহার বয়স কম হয় নাই। বুধীর জীবন কাটিয়াছে এই বিশ্রী জায়গা হইতে বহু দূরে।কত দূর তাহার ঠিক ধারণা নাই, কিন্তু মোটের ওপর বহু বহু দূরে অন্য এক স্থানে, যেখানে অবারিত সবুজ মাঠ আছে, অপূর্ব সুঘ্রাণে ভরা কোমল সরস ঘাসে ঢাকা। কি সুন্দর স্বাদ সে ঘাসের! মাঠের ধারে কলস্বনা নদী, নদীর কিনারায় জলের ধার পর্যন্ত নানাজাতীয় ঘাসের ও জলজ শাকের বন—ঠাণ্ডা, নরম, তাজা—কি অপূর্ব তাদের সুগন্ধ! স্বাদ তো আছেই ভাল কিন্তু সেই নতুন-ওঠা বর্ষা-সতেজ কচি ঘাস ও কলমীলতার তাজা গন্ধের কথা যখনই মনে হয় তখন মনে পড়ে, একহাঁটু দীর্ঘ, ঘনশ্যাম তৃণরাজির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া পেট ভরিয়া সে তৃপ্তির ভোজ— হু হু উন্মুক্ত বাতাস ও দূরপ্রসারী প্রান্তরের মধ্যে সে মুক্তির আনন্দ—তখন বুধী সত্যই ক্ষেপিয়া যায়—তাহার জ্ঞান থাকে না। মুক্তির জন্য সে উন্মাদ হইয়া উঠে। জীবনের বহুদিন সেখানে সে কাটাইয়াছে। বহুদিন। কত দিন তাহা সে জানে না, বয়স তো তার কম হয় নাই...প্রথম জীবনের কথা প্রায় কিছুই তাহার মনে নাই—যা একটু আধটু মনে পড়ে—সব আবছায়া ধোঁয়া—কেবল খুব বড় বড় সবুজ মাঠ, তলায় ফল-বিছিয়ে-থাকা বড় বড় গাছ, সুপেয় শীতল স্রোতের জল, সাঁজালের ধোঁয়ার মৃদু-গন্ধ-ভরা আবাসস্থান, এই সব মনে পড়ে।

আজকাল কিন্তু বেশী করিয়া মনে পড়ে ছোট খুকীর কথা—খুকী তাহাকে সত্যই ভালবাসিত।

এটা কোন্ জায়গা? এক-একবার বুধীর মনে হয়, হয়তো বা এটা পাউন্ড ঘর। কিন্তু বুধী, জীবনে তো কতবার পাউন্ড ঘরে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছে—এ ধরনের পাউন্ড ঘর তো দেখে নাই! সেখানে তো বাঁশের বেড়া ঘেরা খোলা জায়গায় তাহাকে থাকিতে হইয়াছে, মাথার ওপর সেখানে নীল আকাশ, সবুজ গাছপালাও চোখে পড়ে, পাখির ডাকও শুনাযায়—এমন বিশ্রী আওয়াজ তো সে-সব জায়গায় শুনে নাই! এমন কঠিন ইঁটের দেওয়াল দিয়া ঘেরা নয় সে জায়গা।

পাখির কথায় বুধীর মনে পড়িল অনেকদিন আগেকার এক ঘটনা। কতদিন আগে তাহা সে বলিতে পারিবে না, মাঠের ধারে সে ঘাস খাইতেছিল, একটা কি পাখি বনের ডাল হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার শিং-এর উপর বসিল। শিং-এর উপর পাখি বসা সে পছন্দ করে না—সুতরাং শিং নাড়া দিতেই পাখিটা উড়িয়া বসিল তাহারই সামনেকার উলুঘাসে ভরা বাচড়ার উপর।তখন উলুঘাসের শীষ গজাইয়াছে, শীষের মাথায় সাদা সাদা ফুল অজস্র অজস্র। পাখিটা সেই উলুফুলের মধ্যে বসিয়া পালক ফুলাইয়া পায়চারি করিতে লাগিল। কি সুন্দর গায়ের রং, কি নরম নরম রঙীন পালকের বোঝা তার গায়ে, কেমন রঙীন ঠোঁটখানি!

বুধীর মন সুন্দর পাখিটার প্রতি ভালবাসায় ভরিয়া গেল। সুতরাং খানিকটা পরেই যখন পাখিটা আবার তার শিং-এর উপর চড়িয়া বসিল, এবার সে শিং নাড়া দিল না। এই রকম করিয়া পাখিটার সঙ্গে তার ভাব জমিয়া গেল। পাখিটার ভাষা ছিল তার শিং-এর উপর চটুল পা দুইখানির নাচুনি—কত নির্জন রৌদ্রভরা দুপুরে বুধী হয়ত মাঠে দাঁড়াইয়া উত্তাপে ও তৃষ্ণায় ঝিমাইতেছে—অমনি ছোট্ট পাখিটা নিকটবর্তী বনভূমি হইতে উড়িয়া তাহার শিং-এ আসিয়া বসিত। বুধীর নিঃসঙ্গতা অমনি দূর হইয়া যাইত—তাহাদের কত কথা কত গল্প চলিত সন্ধ্যা পর্যন্ত—তারপর নামিত অন্ধকার। বুড়ী আসিয়া খোঁটা উপড়াইয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইত—পাখি যাইত উড়িয়া। একদিন সেই মাঠে ফাঁদ পাতিয়া কাহারা পাখি ধরিতে আসিল। পোষা ডাহুকের ডাক শুনিয়া বন্য পাখিটা খাঁচার নিকটে যাইতেই ফাঁদে পড়িয়া গেল। শিকারীরা তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে ছোট পাখিটার কি করুণ আর্তনাদ!

মাঝে মাঝে বুধীর সন্তান হইত। বেশ ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ছুটিয়া, লাফাইয়া, নাচিয়া বেড়াইত সারা মাঠ। প্রথম প্রথম তাহাদের বড় ভাল লাগিত কিন্তু বড় হইয়া গেলে তাহারা কোথায় চলিয়া যাইত—তাহাদের কথা বুধীর আর বড় একটা মনে পড়িত না।

...কত কথাই মনে হয়। এই বিকট আওয়াজে ভরা নোংরা, কুশ্রী ইঁটের দেওয়ালে ঘেরা এই জায়গাটা আজ ক'দিন আসিয়া সে মরিয়া যাইতেছে...আর একটা ব্যাপার...

বুধী রক্তের গন্ধ পায় কেন এখানে? সন্দেহের সহিত সে চারিদিকে চহিয়া দেখিয়াছে, কিছু টের পায় নাই, তবে দূর হইতে রক্তের গন্ধ ভাসিয়া আসে তাহা সে বেশ বুঝিতে পারে।

প্রথম প্রথম তাহার মনে হইত—এও এক রকমের পাউন্ড ঘর—একদিন বুড়ীর ছেলে আসিয়া তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইবে। কিন্তু পাউন্ড ঘরের অভিজ্ঞতা হইতে বুধী জানে যে, সেখানে একদিন বা বড়জোর দু'দিন থাকিতে হয়—তার পরেই বুড়ীর ছেলে আসিত দড়ি হাতে তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতে। আর এখানে আসিয়াছে আজ পাঁচ-ছ'দিন কি তারও বেশী—না, পাউন্ড ঘর নয়, তার চেয়েও গুরুতর বিপদে এবার সে পড়িয়াছে!

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। আর একটা জিনিস বুধী লক্ষ্য করিয়াছে আজ ক'দিন। প্রতিদিন বৈকালে দু'জন লোক আসিয়া এই গরুর ভিড়ের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি গরুর গায়ে কি কি ছাপ মারিয়া যায়—পরদিন শেষরাত্রের দিকে সেই গুরুগুলিকে কোথায় যেন লইয়া যায়—তারা আর ফেরে না।

কেন ফেরে না, কোথায় যায় তারা?

আর ঐ রক্তের গন্ধটা...তাজা রক্তের গন্ধ! যেদিন বাতাস ওই কোণ হইতে বয়, সেদিন রক্তের গন্ধটা আসে।ভয়ে সন্দেহে বুধীর বুক উড়িয়া যায়। সাথী ছোট খুকী...কতদিন তোমাদের সাথে দেখা হয় নাই, বন্ধু হিসাবে আসিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার করো! এমন বিপদে জীবনে কখনো সে পড়ে নাই!

এই সব সাত-পাঁচ ভাবিয়া বুধীর রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। এদিকে সকাল বেলা হইতেইচারিধারে বিকট আওয়াজ শুরু হইল। বুধীর সঙ্গেই একটি অল্পবয়স্ক প্রতিবেশী আজ কয়েক দিন ধরিয়া আছে, প্রথম প্রথম বুধী তাকে পছন্দ করিত না। সে যেন একটু বেশী চাল দেখাইতে চায়—বুধী পাড়াগেঁয়ে বলিয়া যেন তাহাকে আমল দিতেই চাহিত না। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর নির্বান্ধব স্থানে চাল ক'দিন খাটে? শীঘ্রই তাহার অল্পবয়স্ক প্রতিবেশীটিকে সমস্ত চাল বিসর্জন দিতে হইল।

একদিন বুধী দেখিল সে কাঁদিতেছে!

বুধীর মনে কষ্ট হইল। আহা ছেলেমানুষ! তাহার প্রথম সন্তান এতদিন ওই বয়সের হইয়াছে—বড় হইলে বুধী তাহাকে আর দেখে নাই! কে জানে কোথায় গিয়াছে! বাঁচিয়া আছে কিনা তাই বা কে জানে?

সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বুধীর ইচ্ছা হইল সঙ্গীটির সে গা চাটে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তারের বেড়া। বুধী তবুও তাহাকে যতদূর সম্ভব সান্ত্বনা দিয়াছিল সেদিন। ছেলেমানুষ, বেশ নধর গড়ন, তবুও এই ভয়ানক স্থানে পেট ভরিয়া না খাইতে পাইয়া রোগা হইয়া গিয়াছে।

সেই হইতে দু'জনে বেশ ভাব।আজ সকালে উঠিয়া বুধী তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে আবার খাইতেছে। ছেলেমানুষ, খাইবার লোভই বেশী।

খাওয়া শেষ করিয়া তাহার তরুণ বন্ধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—হাম্বা-আ-আ!

বুধী বলিল—চুপ করো।ছি, মন খারাপ কোরো না। কিন্তু তাহার নিজের মন দিয়া তো বুঝিতেছে, কি দারুণ অশান্তিতে কাটিতেছে এখানে, তবুও ছেলেমানুষকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াও ভালো।

বুধী বলিল—খাও খাও। যা পড়ে আছে, ও দুটি খেয়ে ফেল। এমন সময়ে দু'জন যমদূতের মত লোক তাহাদের কাঠরায় ঢুকিল। বুধীদের কাঠরায় তাহারা প্রায় জন-কুড়ি আছে। এই কুড়িজনের অধিকাংশই প্রৌঢ়বয়স্ক। একজন তো আছে, বৃদ্ধের দলে তাকে অনায়াসেই ফেলা চলে।

এদের মধ্যে বুধীর বন্ধুটি অল্পবয়স্ক এবং বেশ নধর দেখিতে। যমদূতের মত লোক দু'টি তাহার গায়ে কি একটা ছাপ মারিয়া চলিয়া গেল—কাঠরায় আরও দুটি প্রৌঢ় সঙ্গীর গায়েও তাহারা ছাপ দিল। একটু পরে দু'জন লোক আসিয়া কাঠরায় ঢুকিল এবং ছাপমারা সঙ্গীগুলিকে দড়ি খুলিয়া কোথায় যেন লইয়া গেল।

সকাল গড়াইয়া দুপুর, দুপুর গড়াইয়া বৈকাল হইয়াছে।বুধীর তরুণ বন্ধু ফিরিল না। ছাপ-মারা-সঙ্গীদের কেহই ফিরিল না। বুধীর মনে ভয়ানক সন্দেহ হইল—সেই সঙ্গে কি একটা অজানা ভয়ে ওর গলা পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। সেই রক্তের গন্ধ...টাটকা তাজা রক্তের গন্ধ...এখানে কোনাকুনি হাওয়া বহিলেই যেটা পাওয়া যায়—সেই গন্ধের কথা হঠাৎ মনে আসিতেই ভয়ে আতঙ্কে বুধীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে মরীয়া হইয়া সে গলার দড়িতে এক হেঁচকা টান মারিতেই সেটা গেল ছিঁড়িয়া।

বুধী উন্মাদের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। কাঠরায় ঢুকিবার কাঠের মোটা গরাদে বসানো নীচু ফটকটা বন্ধ।নিকটে কেহ কোথাও নাই! পাড়াগাঁয়ে সে 'মানুষ', উঁচু-উঁচু বাঁশের বেড়া টপ্‌কানো তার আজীবন অভ্যাস—এক লাফে ফটকটা ডিঙাইয়া সে কাঠরার বাহিরেআসিল। তারপর বড় উঠান পার হইয়া বড় ফটকের নিকট পৌঁছিল—সেটাও খোলা! সে ছুটিতে ছুটিতে বড় ফটকটাও পার হইয়া গেল।

পরবর্তী পনের মিনিটের কথা তাহার ঠিক স্পষ্ট মনে নাই—চওড়া রাস্তা—লোকের ভিড়—বড় বড় এক ধরনের গাড়ি রাস্তা দিয়া ছুটিতেছে—বড় বড় বাড়ি, —একটা খাল—একটা পুল—আরও লোকজন—একজোড়া মহিষ—সেই বিকট আওয়াজ সর্বত্র—দিশাহারারমত ছুটিতে ছুটিতে বুধী রাস্তার পর রাস্তা পার হইতে লাগিল। কত রাস্তা—এদেশে রাস্তার কি শেষ নাই? আবার বাড়িঘর—আবার রাস্তা—দু-দু'বার সে গাড়ি চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল! আবার বড় একটা পুল—দূরে রেলগাড়ি যাইতেছে রেলগাড়ি সে চেনে—তাহাদের গ্রামে দক্ষিণ মাঠে ট্যাংরার ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়া বাঁধা উঁচু সড়ক বাহিয়া রেলগাড়ি যায়।

এখানে উপরে রেলরাস্তা—নীচে দিয়া রাস্তা—ছুটিয়া পুলের তলা দিয়া সে রেলরাস্তাও পার হইল।—আবার দৌড় দৌড়! বৃদ্ধ শরীর, সে হাঁপাইয়া পড়িল। যখন তাহার দিশেহারা ভাবটা কাটিয়া জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সে দেখিল একটা জলার ধারে খুব বড় মাঠের মধ্যে সে একা দাঁড়াইয়া। সামনের প্রকাণ্ড জলাটি কচুরিপানায় বোঝাই, সেখান দিয়া পথ বন্ধ। আর ভিড় নাই, রাস্তার গোলকধাঁধা নাই, গাড়ির ঘড়ঘড় আওয়াজ নাই। এখানে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যাইতেছে—হু-হু হাওয়া বহিতেছে জলার দিক হইতে...যেন তাহাদের গ্রামের নদীর ধারের মাঠের মত।

মুক্ত! মুক্ত! সে মুক্ত!

তবু নিজেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিল না—স্থির হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইতে পারিল না। কি জানি যদি লোকজন আসিয়া আবার তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পাঁচিল-ঘেরা বড় বাড়িটায় পুরিয়া রাখে!

বহু ঘুরিয়া পরে সে ক্লান্ত হইয়া একটা গাছতলায় রাত্রির জন্য আশ্রয় লইল। সে শুইয়া পড়িল একেবারে—কোনদিকে লোক নাই, তবু সে ভাল ঘুমাইতে পারিল না। যখন ঘুম ভাঙিল, তখন ভোর হইয়াছে। সে চলিতে আরম্ভ করিল। দুপুর পর্যন্ত দিগ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক কতদিক ঘুরিতে ঘুরিতে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছে, হঠাৎ তাহার মনে হইল দূরে যে বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে,—যার দু'ধারে বড় বড় গাছের ছায়া—ওই রাস্তা সে ইতিপূর্বে আর একবার দেখিয়াছে!

সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে পড়িল—অদ্ভুতভাবে পুরানো স্মৃতিটা মনে পড়িল হঠাৎ।

ওই রাস্তাটা দিয়াই তাহাদের একটা বড় দলের সঙ্গে সে আসিয়াছিল মাসখানেক আগে—সেইরাস্তাটা!

বুধী ছুটিয়া গিয়া বড় রাস্তাটায় উঠিল। হাঁ, ঠিক চিনিতে পারিয়াছে, সেই রাস্তাটাই তো! কোনো ভুল নাই। সে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল—মুক্তি মিথ্যা, এত প্রচুর নরম কচি ঘাস মিথ্যা, নীল আকাশের তলায় বড় বড় মাঠের নিরঙ্কুশ, নিরাপদ নির্জনতা আর হু-হু উন্মুক্ত হাওয়া সব মিথ্যা—যদি সে তাহার আজন্ম সুপরিচিত সেই গ্রামটিতে না ফিরিতে পারে, ছোট্ট খুকীর দু'টি ছোট্ট স্নেহ-হস্তের স্পর্শ পুনরায় সে না পায়!

জীবনপণ—বুধী যে করিয়াই হউক, তাহার গ্রামে তাহার খুকীর কাছে ফিরিয়া যাইবেই।

একটা পথ-চলতি গরুর গাড়ি হইতে একটা বিচুলির আঁটি পড়িয়া গেল—বুধী গিয়া সেটা মুখে তুলিয়া লইল। শুধুই একেঘেয়ে সবুজ ঘাস খাইতে কি মুখে লাগে? মাঝে মাঝে এই ধরনের সুখাদ্য খাইয়া মুখ বদলাইয়া লইতে হয় বৈকি! তারপর বুধী সোজা রাস্তা বাহিয়া চলিল—একদিন, দু'দিন, তিনদিন। খাদ্যের ভাবনা নাই—দু'ধারে মাঠ সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, নববর্ষায় সুন্দর নিবিড় সবুজ ঘাসে ও আউশ ধানের জাওলায়। আমন ধান আজও রোয়া হয় নাই। জলেরও নাই অভাব, রাস্তার দু'দিকের খানায় প্রচুর টাটকা বৃষ্টির জল।

যাইতে যাইতে একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটিল। একটা গাছতলায় দুপুরবেলা সে বিশ্রাম করিতেছে—একটা ছেলে আসিয়া গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া চলিল হঠাৎ। বুধী তো অবাক!

ছেলেটি তাহাকে একটি গ্রামের মধ্যে একটি খড়ের ঘর—সেখানে লইয়া গিয়া খুঁটির গায়েবাঁধিল। বাড়িতে তখন কেহ নাই—ছেলেটিও কোথায় চলিয়া গেল। বুধী লক্ষ্য করিল একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আপনমনে কি বকিতেছে আর দুলিতেছে। বাড়ির উঠানে একটি খেজুর গাছ, একটি পেয়ারা গাছ, বাড়ির পেছনে একটা ডোবা। একটু পরে একটা বৌ ডোবা হইতে একরাশ বাসন মাজিয়া আনিয়া দাওয়ার এক কোণে নামাইয়া বৃদ্ধাকে বলিল— তুমি একটু চুপ করবে কিনা সকালবেলা, আমি জিগ্যেস্ করি! বাড়ির সবাই পাগল, পাগলা গারদের মধ্যে থেকে আমার প্রাণ হাঁপিয়া উঠেচে, আর পারিনে বাবু, মরণ হলেও বাঁচতাম! ফের তুমি যদি ওরকম বকবে মা, তবে হাঁড়িকুঁড়ি থাকবে পড়ে, ভাতের পিণ্ডি কে খেতে দেয় দেখবো এখন আজগে! এই সময় বুধীর দিকে নজর পড়িতে বৌটি বলিল—ছেলেটা বুঝি গরুটা এনেচে তা হলে! বাবা, কাল থেকে কি কম খোশামোদটা করচি ওকে! গরুটা হারালো, দ্যাখ কোথাও কেউ পন্টে পাঠালে, কি কেউ বেঁধে রাখলে—তা আমার কথা কি কেউ—গরুটারও হাল হয়েছে দ্যাখো—

কথা বলিতে বলিতে তাহার সামনে আসিয়া বৌটি বলিয়া উঠিল—এ তো আমাদের নয়!...কার আবার পরের গরু ধরে এনেচে দ্যাখো! নাঃ, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি নে— এ যেন মনে হচ্চে ও-পাড়ার ভুবনের মা'র গরু—মাগী এসে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে এখন, যদি টের পায়—

বৌটি তার গলার দড়ি খুলিয়া তাহাকে কিছুদূর তাড়াইয়া উঠানের বাহির করিয়া দিল— সম্ভবত এই জন্য যে, ভুবনের মা এখন হঠাৎ আসিয়া পড়িলে, গরু যে এখানেই বাঁধা ছিল, ইহার কোন চিহ্ন না পায়।

গ্রামের বাহিরে এক জায়গায় প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ। গাছের তলায় সে একটু দাঁড়াইল। চারিদিকে মাঠ, কচি কচি আউশের জাওলায় মাঠ ঘন সবুজ, বুধীর ভয়ানক লোভ হইল, মাঠে নামিয়া সে ধানগাছ খায়—কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, যদি এখানে পাউন্ড-ঘরে দেয়—তবে কে আসিয়া পয়সা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে? না—সে কোথাও আর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। উঃ, বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়, এখনও সেই বড় বাড়ি, সেই উঁচু পাঁচিল, সেই গরাদওয়ালা কাঠরা, সেই বিশ্রী আওয়াজ—সকলের ওপর, সেই রক্তের গন্ধের কথা মনে উঠিল...!

মুক্তির আনন্দ আজ নবযৌবনের সঞ্চার করিয়াছে বুধীর দেহে—সে ভুলিয়া গিয়াছে তাহার বয়েস আঠারো-উনিশের কম নয়—সে প্রৌঢ়, সাত-আটটি সন্তানের জননী, তার ওপরে গত পনের-কুড়ি দিনের উদ্বেগে, কষ্টে, উপবাসে শীর্ণদেহা...তার স্নায়ুতন্ত্রীও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে—তার মনে বল নাই...শরীরে সামর্থ্য নাই...

কিন্তু উদার নীল আকাশে প্রভাতের সূর্য উঠিয়াছে, যেমন উঠিত তাহার জন্মভূমিতে।পাখিরা কলধ্বনি করিতেছে, যেমন করিত তাহাদের নদীর ধারের মাঠের অনেক দিনের সেই পক্ষী বন্ধুটি। বাঁশতলায় প্রথম বর্ষার জলে পুষ্ট হইয়া পিপুললতা বাড়িয়া উঠিয়াছে, অনন্তমূলের চারা বাহির হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে ‘বৌ-কথা-কও’ পাখির সেই সুন্দর আবাল্য পরিচিত ডাক...সম্মুখে অনেক দূরে কোথায় তাহাদের গ্রামখানি, ছোট্ট নদীটা—সুগন্ধি অনন্তমূলের কচি পাতার কি চমৎকার আস্বাদ!...এই তো জীবনকে সে আবার খুঁজিয়া পাইয়াছে...কতকালের পরে মুক্তি আসিয়াছে...এখন মরিলেও তার দুঃখ নাই—শিয়াল-শকুনে তার জীর্ণ দেহটা খাইয়া ফেলিলেও দুঃখ নাই—তবে ছোট্ট খুকীটাকে একবার দেখিয়া সে মরিবে—

আবার সে রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিল—এই মাঠের ধারেই একদিন তাহার দলের সঙ্গীদের সঙ্গে এই গাছতলায় রাত্রে শুইয়াছিল বটে। যাহারা তাহাদের তাড়াইয়া আনিতেছিল, এই গাছতলাতেই তাহারা রাত্রে রাঁধিয়া খাইয়াছিল।

আবার পথ...চলিয়াছে, চলিয়াছে...পথের শেষ নাই—প্রভাত দুপুরে পরিণত হইল—দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইল। ক্ষুধা পাইয়াছিল, এক জায়গায় পথের ধারে ছোট বিল—বিলের ধারে ভারী চমৎকার সবুজ ঘাস। বুধীর লোভ হইল—সে রাস্তা নামিয়া বিলের ধারে গেল—নরম কচি ঘাসে মুখ ডুবাইয়া সে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল।

বিলের ধারে আরও কয়েকটি গরু চরিতেছিল।

একজন বলিল—এ বুড়ী কোত্থেকে এসে জুটলো হে! একে তো চিনিনে!

আর একজন বলিল—চেহারা দেখ না—যেন কসাইখানার ফেরতা! হাড়-পাঁজরা গুনে নেওয়া যাচ্চে! মরি মরি, কি যে রূপ! বলি ওগো, তোমার বাড়ি কোথায়?

ইহারা বুধীর সন্তানের বয়সী, ইহাদের ফাজলামি তাহার ভাল লাগিল না। সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে আপনমনে ঘাস খাইতে লাগিল। নিজের মান নিজের কাছে। তাহাতেও নিস্তার নাই। বেয়াদব ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল—বলি কথা বলছো না কেন বুড়ী? কসাইখানা থেকে পালিয়ে আসচো নাকি? এমন চেহারা কেন? হঠাৎ বুধীর ভয় হইল। কসাইখানা কি জিনিস? পলাইয়া তো আসিয়াছেই বটে—আর সে সেখানে দাঁড়ানো নিরাপদ মনে করিল না। লোভনীয় কচি ঘাসগুলি ফেলিয়া ছুট দিয়া রাস্তার ওপর আসিয়া উঠিল।

পিছন হইতে একজন বলিয়া উঠিল—আরে বাবা, কোথাকার অসভ্য জানোয়ার! ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে হয় তাও জানে না!

চলিতে চলিতে একদিন বুধী কি করিয়া বুঝিতে পারিল সে ভুল পথে চলিতেছে। এ রাস্তা বাহিয়া এতদূর সে আসে নাই। মাঠের মধ্যে একটা কাঁচা রাস্তা কোথা দিয়া যেন নামিয়া গিয়াছিল—সেই মেটে রাস্তা দিয়া আসিয়া সেবার তাহাদের দল উঠিয়াছিল বড় রাস্তাটায়। বুধী ঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, কোথায় সেই মেটে রাস্তা বড় রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়াছে।

ঠিক তাহাই ঘটিল। সম্মুখে একটা নদী পড়িল। এ নদী সে দেখে নাই। সে পথ ভুল করিয়াছে।

সে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল—মাঠের মাঝখান বাহিয়া কত সরু সরু রাস্তাই চলিয়াছে—এর একটাও পূর্ব-পরিচিত নয়। কতকগুলি গন্ধ ও কতকগুলি বিশেষ ছবি বুধীর মনে আছে সেই আগের রাস্তাটা সম্পর্কে। সে ছবি ও গন্ধের সঙ্গে এ রাস্তা খাপ খাইতেছে না।একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সে ক্রমে আসিয়া পড়িল। দিশাহারা হইয়া গিয়াছে সে। আর কোন কিছুরই ঠিক নাই তার। এসব জায়গায় কখনও সে আসে নাই, এসব পথে হাঁটে নাই।

মাঠের মধ্য দিয়া অন্যমনস্কভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিতে চলিতে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া চমকিয়া পাশের দিকে চাহিল। একটা মস্ত বড় কাল্‌কেউটে ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে। ছোবল মারিবার দেরি, চক্ষের পলক মাত্র—বুধী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎবেগে পিছু হাটিয়া আসিল—পরক্ষণেই দৌড় দিল খানা, ডোবা, পগার ভাঙিয়া। কেউটেটা কিছুদূর তাহার পিছু পিছু আসিয়া একটা কাঁটাঝোপে আটকাইয়া থামিয়া গেল।

কাঁটাঝোপের ওপাশেই ছোট্ট ডোবাতে দুটি ছেলেমেয়ে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। বুধী হুট-পাট্ করিয়া তাহাদের সামনে গিয়া পড়িতেই তাহারা ভয়ে ছিপ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বুধী মানুষ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল অনেক আগেই। সাপটা দেখা যায় না পিছনে, চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল।

মেয়েটি ছেলেটির হাত চাপিয়া ধরিয়া বড় বড় ভয়ার্ত চোখে বুধীর দিকে চাহিয়া বলিল— ও দাদা, গুঁতিয়ে দেবে—কাদের গরু!

আহা, তাদের গ্রামের তার সেই খুকীটির মত। স্নেহে বুধীর মন গলিয়া গেল। বুধী বলিতে চাহিল—পুঁতিয়ে দেবো কেন, খুকী—সোনা আমার, মানিক আমার—আমি কিছু বোলবো না—ভয় কি? ধরো, তোমরা মাছ ধরো!

ছেলেটি ছিপ উঁচাইয়া মারিবার ভঙ্গিতে বলিল—যাঃ বেরো যাঃ—এ আপদ কোথা থেকে এসে জুটলো আবার—যাঃ যাঃ—

বুধীর ইচ্ছা ছিল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ওদের মাছ ধরা দেখে—খুকীটাকে দেখে। কিন্তু খুকীর দাদা ছিপ গুটাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মারিবে বোধ হয়। সেখান হইতে সে সরিয়া পড়িল।

নিকটে একটা গ্রাম। কাহাদের বাড়ির উঠানে প্রকাণ্ড এক বিচালির গাদা। উঠানে বড় বড় নাদায় কতকগুলি গরু খোল-মাখা বিচালি ও ভুষির জাব খাইতেছে। প্রকাণ্ড নাদাগুলি হইতে উত্থিত সুমিষ্ট খোলের গন্ধে বুধীর জিহ্বা জলসিক্ত হইয়া উঠিল। শুধু ঘাস আর জল, জল আর ঘাস...সেখানে সেই বড় বাড়িটাতে বন্দিশালায় থাকিবার সময় শুক্‌নো বিচালি খাইয়া মরিয়াছে কতদিন।

খোল মাখানো জাব্ কতকাল সে যে খায় নাই!

বুধীর বড় লোভ হইল—সে দেখিল একটা ছোট নাদায় দুটি বাছুর জাব্ খাইতেছে। এই তাহার সুযোগ—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—উঠানটাতে লোক নাই—অন্ধকারও বেশ ঘন। বুধী চট্ করিয়া বাছুরের পাশে আসিয়া নাদাটাতে মুখ ডুবাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। আঃ, কত কাল পরে খোল-মাখা-জাবের আস্বাদ আবার সে পাইল!....

ছোট বাছুরটা বিস্মিত ও ভীত হইয়া ডাকিল—মা—আ—আ! কে এসে খাচ্ছে দেখ—

কিছুদূরের নাদাটা হইতে মুখ তুলিয়া তাহার মা বুধীকে দেখিতে পাইয়া বলিল—কে রে? দূর হ—দূর হ আপদ—

কথা শেষ করিয়াই বাছুরের মা শিং নাড়া দিয়া বুধীকে গুঁতাইতে আসিল। বুধী তখন মাত্র কয়েক গ্রাস খাইয়াছে—ভয়ে সে খাওয়া ফেলিয়া দৌড় দিল।

একটা বড় গরু বলিয়া উঠিল—আস্পর্ধা দ্যাখো না ভিখিরীটার!...

বুধী বড় অপমান বোধ করিল। জগৎটা যে এত খারাপ তাহা সে আগে জানিত না। এতটুকু সহানুভূতি সে স্বজাতীয়ের কাছে আশা করিতে পারে না? আবার ভিখিরী বলিয়া অপমান করা? গ্রামের বাহিরে আসিয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে—জগৎ কি নিষ্ঠুর! তখন অন্ধকার খুব ঘন হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, গাছতলার মধ্যে জোনাকি জ্বলিতেছে। মশায় খাইয়া ফেলিয়া দেয় বলিয়া বুধী এইসব গাছতলায় শুইতে পারে না যেখানে সেখানে। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। বরাবর তাহার সাঁজালের ধোঁয়ায় শোয়ার অভ্যাস। এই সময়ে প্রতিদিন, মনে পড়ে তাহার, আবাল্য পরিচিত নিজস্ব গোহালঘরটির কথা। তাহার ক্ষুদ্র জগতের কেন্দ্র সেখানে। সেই তাহার গৃহ। আজ তারই অভাবে সে গৃহহীন, ছন্নছাড়া হইয়া পথে পথে বেড়াইতেছে। আর কখনো কি সেখানে ক্লান্ত শরীরকে এলাইয়া দিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিবে!

গ্রামের বাহিরে ফাঁকা মাঠে তবুও মশা অনেক কম। এইখানেই একটু ভাল জায়গা দেখিয়া বুধী শুইয়া পড়িল। খানিকরাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।মাঠের মধ্যে ফেউ ডাকিতেছে। বাঘ বাহির হইলেই ফেউ ডাকে, বুধীর জানা আছে। ভয়ে তাহার শরীর অবশ হইয়া গেল—সর্বনাশ! যদি বাঘ আসিয়া পড়ে? যদি তাহাকে দেখিতে পায়? সারারাত দূরে দূরে ফেউ ডাকিল। বুধীর ঘুম হইল না। একবার ভাবিল গাঁয়ের মধ্যে কোন গোহালে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাক্।পরক্ষণেই ভাবিল, পরের টিককারী সে সহ্য করিতে পারিবে না—বিশেষত স্বজাতীয়দের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অসহ্য—তার চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়া ভালো।

শেষজীবনে এত দুর্দশাও তাহার কপালে ছিল! কেহ ভালবাসে না, কেহ এক আঁটি বিচালি দিয়া আদর করে না, আপনার জন বলিতে কেহ নাই—যাহারা ছিল, তাহারা যে কোথায়, কত দূরে, কোন্ দিকে—কে তাহাকে পথনির্দেশ করিবে?

পথে পথে যে কতদিন কাটিল বুধীর তাহার হিসাব নাই। কত মাঠ, কত গ্রাম, কত বিল—বাঁওড়ের ধারের বাবলা বন, কত কচুরিপানায় ভর্তি মজাগাঙ। কচুরিপানার পাতা খাইলে মুখ চুলকায় সবাই জানে, বুধী কখনো এর আগে খায় নাই—কিন্তু সব জায়গায় ঘাস ভাল নয়— বিশেষত বন্যায় ডোবা পচা ঘাস খাইলে গলা ফুলিয়া মারা পড়িতে হয়, একথা বুধী জানে। বাধ্য হইয়া সুতরাং কচুরিপানার পাতাই এবার খাইতে হইল। এক জায়গায় পথের ধারে একটা কামারের দোকান। চাষালোক লাঙলের ফাল জোড়াইতে আসিয়াছে। বুধীকে দেখিয়া একজন লোক বলিল—গরুডো কাদের হ্যা?

আর একজন বলিল—ফয়জদ্দি বিশ্বেসের গোরুডোর মত দেখ্তি—না মামু?

পূর্বের লোকটি বলিল—সে তো ধুঁজি-শিংয়ে গাই—এডার মত নয়। বুধীকে একজন আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। বুধী তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, সাধ্য নাই যে পালায়।

সবাই মিলিয়া দেখিয়া বলিল—এডা ভিন্ গাঁয়ের গরু, ছাড়ান দাও, কি কত্তি কি হবে, দরকার কি পরের গরু বেঁধে, শেষকালে কি একটা থানা-পুলিশির হ্যাংগামায় পড়তি যাবা! ছাড়ান দাও।

দলের মধ্যে একটা লোক ছিল, সে মানুষের মত মানুষ, তার হৃদয় আছে। সে বলিল, আহা কাদের গোরুডো? হাড়সার হয়ে গিয়েচে! এডা বোধ করি মামু, চালানের পাল থেকে পালিয়ে আসচে। বাড়ি নিয়ে দুটো সানি খেতে দিইগে—তারপর ছাড়ান দেবানে।

কিন্তু অন্য লোক তাহাকে বাধা দিল। বাড়ি লইয়া যাইতে দিল না। বুধী সেখান হইতে গ্রামের বাহিরের রাস্তা ধরিল। তারপর একদিন আসিল ভীষণ বিপদ।বুধীর ভীষণ তৃষ্ণা পাইয়াছে—কোথাও জল পায় না। অবশেষে একটা কি নদী পাওয়া গেল। তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে—সে জলের ধারে জল খাইতে গিয়া নরম পাঁকে পুঁতিয়া গেল। এ পা-খানা উঠাইতে যায় তো ওখানা ডুবিয়া যায়। ক্লান্ত বুধী সে গভীর হাবড় হইতে নিজেকে কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিল না। জলও খাওয়া গেল না—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে অথচ দু'হাত দূরে টলটলে কালো জল। সে ক্রমশ পাঁকে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল—শেষের দিকে বুধীর আর জ্ঞান রহিল না—শকুনিতে তাহার চক্ষু দু'টি ঠুক্‌রাইয়া বাহির করিয়া ফেলিবে, মুচিরা ছাল ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে,

হাড়গোড় সাদা হইয়া পড়িয়া থাকিবে জলের ধারে, হাড়-বোঝাই নৌকা একদিন কুড়াইয়া নৌকায় বোঝাই দিবে—মাংস খাইবে শিয়াল—শকুনিতে—এ নিষ্ঠুর, অনতিদূর ভবিষ্যতের ছবি বুধীর চোখের সামনে কতবার যে কালরাত্রির অন্ধকারে ভাসিয়া উঠিল—কতবার মিলাইয়া গেল যে!

সকাল হইল, বেলা হইল। বুধীর তৃষ্ণার্ত আধ-অচেতন চক্ষু দুটি তখন নদীর কালো জলের দিকে চাহিয়া আছে একদৃষ্টে। একটু জল কেউ যদি দিত!...

খররৌদ্র চড়িল। উলুর ফুল ফুটিয়া আছে হাবড়ের ওপরকার চরে। দু'একটা গাঙশালিক বুধীর নিকটে আসিয়া বুধীর দিকে কৌতূহলের সঙ্গে চাহিয়া দেখিল—কিছু বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ বোধ হয় বুধীর ভাল জ্ঞান ছিল না। যখন তার চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল, একখানা ছইওয়ালা নৌকা তাহার সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছে—এতক্ষণ পরে এই মানুষের চিহ্ন! বুধী অতিকষ্টে আর্তসুরে এক আবেদন পাঠাইল—ওগো আমাকে বাঁচাও—কে তোমরা—

নৌকায় ছইয়ের বাহিরে একটি তরুণী বৌ বসিয়াছিল—হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল বুধীর দিকে। বৌটি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—ওগো বাইরে এসো—একবার এদিকে এসো—

একটি লোক বাহিরে আসিয়া বলিল—কি! কি হয়েছে?

—ওগো দ্যাখো, একটা গরু হাবড়ে পড়েছে। আহা, কতক্ষণ হয়তো পড়ে আছে, উঠতে পাচ্চে না—ওকে উঠিয়ে দিতে হবে।

লোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—ওঃ এই! আমি বলি কি না কি। ও কিছু না, যাদের গরু তারা এসে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এখন।

বুধী বৌটির চোখে-মুখে দয়া ও মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইয়াছিল আগেই—সে মানুষ চেনে। বুধী আকুল নেত্রে আর্ত আবেদনের দৃষ্টিতে বৌটির দিকে চাহিল। বৌটি বলিল—ওই দ্যাখো না কেমন করে চাইচে—না, ওকে না তুলে দিয়ে যাওয়া হবে না—এই চরে এখানে মানুষজন কোথায় যে ওকে তুলবে?

নৌকার মাঝিরাও বলিল—এর নাম চাঁপাবেড়ের চর। এ তল্লাটে মনিষ্যি নেই বাবু। মাঠাকরুন ঠিকই বলচেন।

লোকটি বিরক্তি প্রকাশ করিল। নানা ওজর-আপত্তি তুলিল, কিন্তু বৌটি নাছোড়বান্দা। গরুটাকে না তুলিয়া যাওয়া হইতেই পারে না। বলিল—দ্যাখো যাওয়া হচ্ছে একটা মঙ্গলের কাজে—গোড়াতেই একটা অমঙ্গল দিয়ে শুরু করা চলে? এই বুড়ো গরুটার চোখের চাউনি আমি সারাদিন ভুলতে পারবো না—ও মরে যাবে এই হাবড়ে, যদি কেউ না তোলে।

লোকটি বিরক্তিপূর্ণ সুরে বলিল—তোমায় নিয়ে বেরুলেই একটা না একটা হাঙ্গামা পোয়াতেই হবে এই ধরনের—এখন কোথায় লোকজন পাই যে গরু তুলি! বাঁশ চাই, দড়ি চাই, লোক চাই—ও কি সোজা পুঁতে গিয়েচে, দেখচো না?

ঘণ্টাখানেক নৌকা সেখানে বাঁধা রহিল। নৌকার মাঝিরা নামিয়া কোথা হইতে জনকতক লোক ডাকিয়া আনিল—আরও ঘণ্টাখানেক টানাটানির পরে সকলে মিলিয়া বুধীকে টানিয়াতুলিল হাবড় হইতে।...জল—জল! সে একটু জল খাইবে।

বৌটি বলিল—আহা কি তেষ্টাটাই পেয়েছিল, দেখলে? চোঁ চোঁ করে এক গাঙ্ জল খেয়ে ফেলল—বুড়ো গরু, দেখ না ওর পা কাঁপচে, দাঁড়াতে পারছে না!

লোকটি খিঁচাইয়া বলিল—মরুক গে! ট্রেনটা ফেল হল তো এখন ? কোথাকার এক ছেঁড়া ল্যাঠা জুটিয়ে দুটি ঘণ্টা দিলে কাটিয়ে! চলো এখন—স্টেশনে বসে থাকো রাত দশটা পর্যন্ত।

নৌকা চলিয়া গেল। বুধী কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবে?

..ওগো অপরিচিতা, জীবনের বড্ড শেষের দিকে তুমি এলে। তোমার মত মানুষের সঙ্গে যদি আগে দেখা হত।...যাও যেখানে যাবে।

গরুর আশীর্বাদে মানুষের কোন কাজ হয় কিনা জানি না—শুভ হোক তোমার জীবনের যাত্রাপথ।

তারপর আরও কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। একদিন বুধীর সারাদিন ভয়ানক কষ্ট গেল।সেদিন যেমন দারুণ বর্ষা, তেমনি ঝড়। তেমনি একটা বড় গাছও পাওয়া গেল না যাহার নীচে এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে সে আশ্রয় নেয়। একটা বাঁশ—ঝাড়ের তলায় আরও কয়েকটি গরুর সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল হইতেই বুধীর ঘুম ভাঙিল। সারাগায়ে জোঁক লাগিয়া তাহার অর্ধেক রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে, এমন ভয়ানক জায়গা। ঝড়বৃষ্টি থামিয়াছে; রৌদ্র উঠিল।

হঠাৎ কিছু দূরে একটা পুকুর ও তার পাশের আমবাগান দেখিয়া তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল।

জায়গাটা যেন পরিচিত মনে হইতেছে।

বুধী আগাইয়া গিয়া দেখিল। এই আমবাগান তো সে ইহার আগেও দেখিয়াছে; যে দলটির সঙ্গে সে সেবার গিয়াছিল—এই আমবাগানে তাহারা একদিন রাত্রি কাটায়; পাশের পথটা—ওটাও সে চেনে।

বুধী সেই পথ বাহিয়া আগ্রহের সহিত হাঁটিয়া চলিল—যতই যায় ততই তাহার বেশ মনেপড়িতে লাগিল, এই পথ তাহার পরিচিত। এ পথে সে আগে আসিয়াছে। এমন কি একদিন মনে হইল, তাহাদের গ্রাম আর বেশী দূরে নাই। ওই পথে সে পাউন্ড-ঘর হইতে ফিরিয়াছে দু'তিনবার। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বুধীর মনে হইল তার হৃদ্স্পন্দন বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে! ওই তো তাহাদের গ্রাম, তাহাদের গ্রামের সেই বড় অশ্বত্থ গাছটা, ওই তো সেই বেগুনের ক্ষেত—ক্ষেতের পাশেই তাহাদের নদী; ওই তো গ্রামের ভাগাড়, ভাগাড়ের পাশে ভাঙা ইঁটখোলা।

বুধী দৌড় দিল; তখন আনন্দে সে প্রায় জ্ঞানশূন্য।

সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই। বুধী দূর হইতে বাড়ি দেখিতে পাইল। গাবতলায় যে আনারসের জমি ছিল, বুধী আনন্দে উৎসাহে আনারসের ক্ষেতের বেড়া ভাঙিয়া ছুটিতে ছুটিতে বাড়ির উঠানে গিয়া পৌঁছিতেই কোথা হইতে এক তীক্ষ্ণ মিষ্টি ক্ষুদ্র মেয়েলী কণ্ঠের আনন্দ ও বিস্ময় ভরা চীৎকার শোনা গেল—"ওমা, ও ঠাকুরমা, শীগ্‌গির এসে দ্যাখো কে এসেচে—শীগ্‌গির এসো—"

পরক্ষণে বুধী তার গলায় দুটি নরম কচি হাতের সাগ্রহ নিবিড় বেষ্টন অনুভব করিল। খুকীর মা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কে এসেছে বলছিস খুকী ?...ওমা ও কে, বুধী না?

খুকীর ঠাকুরমা আসিয়া বলিলেন—বুধী এলো কোত্থেকে! আহা, কি হাড়সার হয়ে গিয়েছে, ওকে যে আর চেনা যায় না!

খুকীর মা বলিলেন—ও কি করে পালিয়ে এলো আজ দু'মাস পরে! ঠিক দু'মাস হয়েচে। আমি তখন বলেছিলুম চালানে পালে গরু বেচে না ওরা—শুনিচি নাকি কলকাতায় কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। সত্যি মিথ্যে জানিনে বাপু—এই রকম কিন্তু সবাই বলে। তোমরা তখন শুনলে না—ভাবলে বুড়ো গরু দুধ তো আর দেবে না—বেচে ফেলে আপদ মিটিয়ে দিই। সংসারের মঙ্গল হত ভাবচো ওই গরু যদি বেঘোরে মারা যেত! ও কি করে পালিয়ে এলো তাই ভাবি! বোধ হয় রাস্তা থেকে পালিয়েছে পাল থেকে, কি হাড়সার হয়ে গিয়েচে, মা গো মা!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বুধী গোহালে শুইয়া পড়িয়াছে।এই তাহার আপনার গৃহ— এখনও তাহার বিশ্বাস হইতেছে না যে সত্যই বাড়ি ফিরিয়াছে। এই তাহার আবাল্য পরিচিত গোহাল, এই সেই বিচালির গাদা, সেই রকম ঘন সাঁজালের ধোঁয়ায় গোহাল অন্ধকার— একটাও মশা নাই, বড় বাছুরটা একপাশে সানি খাইতেছে। খুকীদের রান্নাঘরে খুকীর মা রাঁধিতেছেন, খুকীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতেছে। কাল সকালে নদীর ধারে তার প্রিয়, পরিচিত মাঠটিতে সে ঘাস খাইতে যাইবে, আর একটা সাথী বন্ধু জুটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।